শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই

মাহমুদ বিন নূর

রাইয়ান প্রকাশন

শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০, ফোন : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

প্রচ্ছদ
সাবেত চৌধুরী

অঙ্গসজ্জা
বর্ণায়ন

মুদ্রিত মূল্য
২০০/- টাকা

Shoytaner Biruddhe Lorai
Published by : raiyaan Prokashon

©
গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনমুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

অর্পণ

উস্তাজুল আসাতিজা, প্রাণপ্রিয় উস্তাদ, শ্রদ্ধেয়-ভাজন

শায়খ—আল্লামা নূর হুসাইন ক্বাসেমী রহি. -কে

শায়খ সম্পর্কে আর কী বলবো? যার ব্যাপারে বলতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে জান্নাতের আ'লা মাকাম দান করুন, আমিন।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে
শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। (ফাতির ৬)

লেখকের কলাম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি এত বড়ো একটি কাজ আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারিমের, যিনি 'শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই' বইয়ের কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

এখানে লেখকের কোনো অভিব্যক্তি নেই। লেখকের অভিব্যক্তি-অনুভূতি-কথাগুলো পড়তে চাইলে, চলে যান ভেতরের পাতায়। যেখানে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে—লেখকের কথামালা, লেখকের ভাবনা, লেখকের অভিব্যক্তি, ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো কালিতে ভর করে।

সকলের নিকট দুআপ্রার্থী। দুআ করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন বইটি কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, বইটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকী কাজগুলোও করতে পারি, সে-জন্যও দুআ করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই, বইয়ের কোনো অংশে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কিছু পরিলক্ষিত হলে, সাথে সাথে আমাদের অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করা হবে।

মাও: মাহমুদ বিন নূর

লেখক ও সম্পাদক

mahmud754325@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

- কে এই শয়তান? কী তার উদ্দেশ্য? ১৩
- শয়তানের আকার-আকৃতি ২০
- শয়তান যখন ডাক্তার: ফোবিয়া ২৪
- শয়তানের খাদ ২৮
- শয়তানের আগমন ৩০
- ঘুমপাড়ানি শয়তান ৩৪
- শয়তানের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আমরা ৩৬
- শয়তানের প্রবেশ: অন্তরে ৩৯
- শয়তানের আগুন: সুখের সংসারে ৪১
- শয়তানের বাগান; শয়তানের ফুল ৪৪
- শয়তানের দিবস ৪৭
- অবস্থাভেদে শয়তানের প্রয়োগ করা মেডিসিন ৫০
- মা-বাবার অবহেলায় শয়তানের কবলে সন্তান ৫২
- শয়তান ব্যর্থ হলেও, হতাশ হয় না ৫৫
- শয়তানের প্রতিশ্রুতি: গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড ৫৭
- শয়তান নাকের ছিদ্রে রাত কাটায় ৫৯
- মন্দ কাজ শয়তান যখন সুশোভিত করে তুলে ৬০
- শয়তানের আড্ডাখানা ৬৩
- শয়তান ও নাস্তিক: স্রষ্টা নিয়ে তাদের বক্তব্য ৬৫
- মৃত্যুশয্যায় শয়তানের আগমন ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

- সালাত ও শয়তান ৭১
- শয়তান ও আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা ৭৫
- গণক ও শয়তান ৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

- শয়তানের কাজ ৮৩
- শয়তানের অস্ত্র ৮৯
- শয়তানের ধোঁকা ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

- শয়তানকে আল্লাহ তাআলা কেন সৃষ্টি করলেন? ১০৭
- শয়তানকে কেন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো? ১১২
- শয়তান কি কখনও হেদায়েত-প্রাপ্ত হবে? ১১৪
- বনি আদমের সাথে শত্রুতা করে শয়তান কী পেয়েছে? ১১৫
- শয়তান কি একজন? সে কি একাই আমাদের প্ররোচনা দেয়? ১১৬

পঞ্চম অধ্যায়

- মুমিনের লড়াই: শয়তানও পলায়ন করে ১১৯
- শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল ১২১
- শয়তানের দেয়া গিঁট খুলে ফেলুন ১২৩
- শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার উপায় ১২৫
- শয়তানের ব্যাপারে সদাসর্বদা সতর্ক থাকুন ১২৯
- শয়তানের চক্রান্ত ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করুন ১৩১
- আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন ১৩৩
- শয়তানের যা সহ্য হয় না, তাই করুন ১৩৮
- সমৃদ্ধ চিন্তা-ভাবনা ১৪১

প্রথম অধ্যায়

কে এই শয়তান? কী তার উদ্দেশ্য?

শয়তান বলতে সাধারণত আমরা কী বুঝি? আসলে শয়তান বলতেই কি ইবলিস? শয়তান কি কেবল ইবলিসের সাথেই নির্দিষ্ট? নাকি শয়তান কোনো গুণ বা প্রকৃতি; চরিত্র বা নীতি?

যখনই শয়তান শব্দটা উচ্চারণ করা হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্কে কেবল ইবলিস-ই ঘুরে বেড়ায়। শয়তান বলতে কেবল ইবলিসকেই চিনি। আসলেই কি তাই? অথচ, আল্লাহ তাআলা শয়তান নামক কোনো প্রাণীই সৃষ্টি করেননি।

সেটা যা-ই হোক, সর্বপ্রথম শয়তান শব্দটি ইবলিসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সুবাদে শয়তান বলতে আমরা ইবলিসকেই বুঝি। পূর্ব থেকে শয়তান নামক প্রাণী সৃষ্ট না হলেও, ইবলিস তার কর্মের ফলে শয়তানে পরিণত হয়। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, শয়তান হচ্ছে একটি গুণ; একটি স্বভাব।

আরবিতে **شيطان** শব্দটি 'বিদ্রোহী' বা 'অবাধ্য'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা কোনো প্রাণী নয়। এটা নিছক একটি গুণ। যার মধ্যেই শয়তানী গুন বিদ্যমান, সে-ই শয়তান। কেননা, এটা কোন নির্দিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্পর্কিত নয়, এটা তার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শয়তান মূলত মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকেই। শয়তানের স্বতন্ত্র কোনো জাত বা বংশ নেই! জিন আর মানুষ-ই শয়তানের জাত বা বংশ। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত আছে—

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

অনুবাদ: আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবির জন্য বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শয়তানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শয়তানের মধ্য হতে হয়ে থাকে। এরা একে অন্যকে কতক মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রব্বের ইচ্ছে হলে, তারা এমন কাজ করতে পারত না। সুতরাং, তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে বর্জন করে চলবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাসিরে বর্ণনা করা হয়েছে, জিনদের মধ্যেও শয়তান রয়েছে এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুঝা যাচ্ছে, শয়তান 'জিন' এবং 'মানুষদের' মধ্য থেকেই। জিনদের মধ্য থেকেও হতে পারে, আবার মানুষদের মধ্য থেকেও হতে পারে। তবে, ইবলিস কিন্তু জিন-জাতি! ইবলিসের জাত বা বংশ হলো জিন। এ- ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ

অনুবাদ: আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তারা সিজদা করলো; ইবলিস ছাড়া। সে ছিলো জিনদের একজন। সে তার রব্বের নির্দেশ অমান্য করলো।[২]

এখানে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ইবলিস ছিল জিনদের মধ্য থেকে একজন। অর্থাৎ, তার বংশ জিন-জাতি।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—মেনে নিলাম, শয়তানের কোনো সতন্ত্র জাত বা বংশ নেই। শয়তান জিনদের মধ্য থেকেই। যেমন: ইবলিস। কিন্তু, মানুষদের মধ্য থেকে শয়তান আবার কে?

আসলে, এই আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়—শয়তান মূলত কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রাণী নয়; 'শয়তান' ভিন্ন কোনো সৃষ্ট নয়। এটা

১. সূরা আন'আম, আয়াত - ১১২
২. সূরা কাহাফ, আয়াত - ৫০

একটা গুণ বা প্রকৃতি। যেমন: ইবলিস কিন্তু অন্যান্য জিনদের মতোই সৃষ্ট। তবে, সে ছিল আল্লাহ'র অধিক কাছের একজন। সে ছিল অত্যাধিক ইবাদত-গুজারি। যার কারণে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মর্যাদা সমুন্নত করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও, সে শয়তানে পরিণত হয়েছে। এটা কখন এবং কীভাবে? আল্লাহ তাআলা তো তাকে শয়তানরূপে সৃষ্টি করেননি। তাহলে? মূলত সে যখন আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করলো, তখনই শয়তানে পরিণত হলো। যখনই নিজের দাম্ভিকতা প্রাধান্য দিয়ে স্বীয় রব্বকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, তখনই তার নামের পাশে শয়তান উপাধি যুক্ত হলো।

এখন এটাই দাঁড়ালো—শয়তান কোনো প্রানী নয়; এটা একটা গুণ। আর উক্ত গুণকেই বলা হয় শয়তান। এখন শয়তানি গুণ যার মধ্যেই বিদ্যমান, (মানুষ হোক বা জিন) সে-ই শয়তান—এটা বললে ভুল হওয়ার কথা নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমি বহু শয়তানকে সৃষ্টি করেছি, আর তারা জিন এবং মানুষদের মধ্য থেকেই।'

তবে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভালো—মানুষ কেবল রব্বের হুকুম অমান্য করেই শয়তানে পরিণত হবে না; বরং শয়তানের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। যেমন: শয়তান আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করার সাথে সাথে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। মানুষকে গুমরাহ করার অভিব্যক্তি দেয়। অতঃপর, আল্লাহ'র রাস্তা থেকে বনি আদমকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। এখন মানুষের মধ্যে যদি এরকম গুণাবলী (আল্লাহকে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় ও মানুষকে আল্লাহ'র পথ থেকে বিতাড়িত করে কেবল শয়তানের পথে ডাকে) পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝে নিবেন, সে-ই মানুষের মধ্য থেকে শয়তানের এজেন্ডা—যার কথা কুরআনে বলা হয়েছে।

মোটকথা, শয়তানের স্বতন্ত্র কোনো জাত বা বংশ নেই। ইবলিসের জাত যদিও জিন, তবে মানুষদের মধ্য থেকেও শয়তান হতে পারে।

এখন আপনাকে আমাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচতে হলে সর্বপ্রথম মানুষ-নামক শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। এজন্য আমাদের আশেপাশে মানুষ-নামক শয়তানকে খুঁজে বের করতে হবে। তবে এই কথা ভুলে গেলে চলবে না—শয়তানে আকবর হচ্ছে ইবলিস। সে সবাইকে পরিচালিত করে।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষ-নামক শয়তান সে, যে শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ আমাদের সামনে উন্মোচন করে দেয়।

এখন আসি, শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?

শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১) কুফর ও শিরকে লিপ্ত করা

শয়তানের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমাদেরকে কুফর ও শিরকে লিপ্ত করা। শয়তান সবসময় এটাই চায়, আমরা কুফুরি করি। সেই অনুপাতে সে তার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সবসময় আমাদের সাথে লেগে থাকে। কীভাবে কুফরীতে লিপ্ত করা যায়, সে-জন্য বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করে।

শয়তান কাউকে দিয়ে সরাসরি কুফুরি করায়, আর কাউকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুফুরি করায়। যে দ্বীনহীন, তাকে দিয়ে সরাসরি কুফুরি করানোর চেষ্টা করে। আর যে দ্বীন মানার চেষ্টা করে, তাকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুফুরি করানোর চেষ্টা করে। মোটকথা, কুফুর ও শিরকে লিপ্ত করতে শয়তান তার সর্বোচ্চটা ঢেলে দেয়।

শয়তান যে তার সকল পদক্ষেপে সফল হয়, তা-ও কিন্তু নয়। একজন মুমিনের ঈমানী চেতনার কাছে হেরে যায়, শয়তানের হাজারো পরিকল্পনা। ভেঙে যায়, বনি আদমকে ভ্রষ্ট করার স্বপ্ন।

অতঃপর, কুফর ও শিরকে লিপ্ত করতে যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে অন্য পথ ধরে।

২) অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত করা

আমাদেরকে কুফর ও শিরকে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়ে সে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটা হলো অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত করা। প্রথম পদক্ষেপে সফল না হয়েই, এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এজন্য, সে একজন মুমিনকে পাপাচারে লিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন কু-পরামর্শ দিয়ে থাকে।

অশ্লীলতার বহু অধ্যায়। পাপাচারের অনেক দরজা। শয়তান, একজন মুমিনকে পাপাচারের যে-কোনো এক দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে অশ্লীলতার বাগানে

প্রবেশ করাতে চায়। আমরাও তার ডাকে সাড়া দিয়ে অশ্লীলতার বাগানে বিচরণ করি। অতঃপর পাপের ফুল সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরি।

৩) বিদায়াতে লিপ্ত করা

শয়তান যখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ, তথা অশ্লীল ও পাপ কাজে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটাকে নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকাও বলা যায়। সেটা হচ্ছে, বিদায়াত। আজকাল সমাজে বিদায়তকে বেশ জোরালোভাবে প্রমোট করা হচ্ছে। অথচ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক বিদায়াতি জাহান্নামি। এতদ্বসত্ত্বেও মানুষ কেন বেদায়াতে আত্মনিয়োগ করছে ?

এটা মূলত শয়তানের একটি চাল। নেক সুরতে ধোঁকা। সমাজের কিছু মানুষ এমন কিছু আমলের নবআবিষ্কার ঘটিয়েছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কুরআন ও হাদিস থেকেও প্রমাণিত নয়। অথচ, তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, এইসব কাজে জড়িয়ে পড়ছে। কেননা, শয়তান তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, এটা নেককাজ; নেককাজ আবার দোষের কী, এতে কেনোই-বা গুনাহ হবে!

৪) রব্বের আনুগত্যে বাঁধা প্রদান করা

আল্লাহ তাআলা মানুষদের সৃষ্টি করেছেন স্বীয় আনুগত্যের জন্য । একাধিক জায়গায় আল্লাহ নিজের ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ পাক বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

অনুবাদ: ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ’র আনুগত্য করো এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনুগত্য করো, আর (তা না করে) তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করো না’।[৩]

এছাড়াও কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত - ৩৩

সেই অনুপাতে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সা.) আনুগত্য করা অপরিহার্য। কিন্তু, আজকাল শয়তান আল্লাহ'র আনুগত্যে বাঁধা প্রদান করে, নিজের আনুগত্য করতে আমাদেরকে নানান প্ররোচনা দিচ্ছে।

৫) ইবাদত-বন্দেগী থেকে দূরে ঠেলে দেয়া:

শয়তান সবচে' বেশি শ্রম দেয় মানুষকে ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে রাখার জন্য। একজন মুমিনকে কীভাবে ইবাদত-বন্দেগী থেকে দূরে রাখা যায়, কীভাবে তাঁর ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটানো যায়—সেই প্রচেষ্টায় সর্বদাই নিয়োজিত।

শয়তান সবচে' বেশি বিচলিত হয়, সবচে বেশি কষ্ট পায় তখন—যখন একজন মুমিন অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ'র সাথে কথা বলতে শুরু করে। শয়তান যখন দেখে, বনি আদম তাঁর রব্বের সাথে নামাজের মধ্যে কথা বলছে, তখন এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তার সহ্য হয় না । কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। এজন্য, নামাজেই শুরু করে শয়তানি।

ইবাদত-বন্দেগি থেকে মানুষকে দূরে রাখতে শয়তান নামাজটাই বেছে নেয়। কেননা, সে জানে—নামাজ থেকে দূরে রাখতে পারলে এমনি এমনি সে অন্যান্য ইবাদাত থেকে বিরত থাকবে। এজন্য সবসময় নামাজেই সে তার প্ররোচনা চালিয়ে যেতে থাকে আর এই চেষ্টা বলবৎ থাকে একদম সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত। অনবরত চেষ্টা করেই যায়।

মোটকথা, শয়তানের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্য থেকে এটিও একটি—মানুষকে ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে রাখা।

৬) মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা:

শয়তান যখন উপরোল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সফল হতে পারে না, তখন সে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেটা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করা। এমন ফেতনা, যার দ্বারা পুরো আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

শয়তান মানুষের মাঝে ফেতনা সৃষ্টি করতে ঝগড়াটাই বেছে নেয়। তিল'কে তাল বানিয়ে লাগিয়ে দেয় বিরাট ঝগড়া। আর সেই ঝগড়া থেকে মারামারি, ভাঙচুর, মামলা-মোকাদ্দামা সহ সবকিছুই ঘটে যায়।

আসুন, একটি গল্প শুনাই—

আসলে এটা একটা গল্প। এটা গল্প হিসেবেই বলছি। কারণ, এতে রয়েছে অনেক কিছু শিক্ষা।

একদা শয়তান বাজারের একটি মিষ্টির দোকানে যায়। অতঃপর দোকানের ভেতরে গিয়ে, একটা মিষ্টি থেকে সামান্য একটু রস পাশের দেওয়ালে লাগিয়ে দেয়। একটু পর এই রসের লোভে পিঁপড়া ছুটে আসে তা খেতে। ওমনিই পিঁপড়াকে দেখে তাকে খাওয়ার জন্য ছুটে আসে টিকটিকি। পাশে বসা ছিল একটা বিড়াল। টিকটিকিকে ধরার জন্য দিলো এক দৌড়। এদিকে দোকানের বাহিরে এক কুকুরের মালিক, তার কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত বিড়ালকে দেখে, লাফ দিল বিড়ালকে ধরার জন্য।

কাম সারছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট লাফ গিয়ে পড়লো মিষ্টির শোকেসে। শোকেস ভাঙ্গলো, মিষ্টি মাটিতে পড়ল, সারা ঘরের অবস্থাও খারাপ হলো। কুকুর তখন ভয়ে মালিকের পাশে আশ্রয় নিল, আর দোকানের মালিক কুকুরের মালিককে তাড়া করল। কুকুরের মালিক প্রথমে প্রাণভয়ে দৌড় লাগালেও, সে ছিল রাজনৈতিক দলের লোক। কিছুক্ষণ পর দলবল নিয়ে এসে মিষ্টি দোকানির সাথে শুরু করলো ঝগড়া। শুরু হলো তুমুল ঝগড়া। একজন আরেকজনকে মারছে। এভাবে উভয় দলের বেশ কয়েকজন আহত হলো। এছাড়াও, সারা বাজার আগুনে পুড়ে ছারখার। উক্ত ঘটনা হলো পত্রিকার হেডলাইন। শুরু হল মিডিয়ার ব্যস্ততা। অতঃপর, হাইকোর্ট জজকোর্ট পর্যন্ত এই মামলা গড়াল।

উভয় দলই ক্ষতির সম্মুখীন হলো। কতক মানুষের ঘুম নষ্ট হলো, কতকের নষ্ট হলো অর্থ । সব মিলিয়ে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর শয়তান? এই এত বড় ঘটনার পেছনে যার হাত, সে এখন মিটি মিটি হাসছে। আর বলছে, আমি কী করেছি? আমি তো কেবল দেয়ালে একটু রস লাগিয়েছি ।

গল্পটা কল্পকাহিনি হলেও, তার (শয়তানের) চক্রান্ত এরকমই। শয়তান এভাবেই আপনার আমার মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করছে। সামান্য মিষ্টির রস ব্যাবহার করে, একে অন্যকে ভোগের বস্তু বানিয়ে বিরাট ঝগড়া লাগিয়ে, নিয়ে গেলো হাইকোর্টে!

এই ছিল, শয়তানের কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এছাড়াও বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শয়তানের আকার-আকৃতি

ক্ষেত্রবিশেষ যখনই শয়তানের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, তখন ছোটো-বড়ো সবার মনেই একটি প্রশ্ন জাগে—শয়তান কীরকম? তার আকৃতি কেমন?

আসলে, শয়তানের নির্দিষ্ট কোনো আকার-আকৃতি নেই। তবে সে বিভিন্ন সময়, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে, এটা নিচের হাদিস থেকেই বুঝা যাচ্ছে। বর্ণিত আছে:

আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, 'রাসুল সা. বলেছেন,

وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِيْ صُورَتِيْ-

'যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে ঠিক আমাকেই দেখে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না'।[১]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, শয়তান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর আকৃতি ধারণ করাকে তিনি নাকচ করেছেন। তার মানে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না ঠিকই, তবে অন্য কিছুর আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম । যখন কোনো কিছু হয়, তখনই তার ব্যাপারে আলোচনা হয়। সুতরাং, নিশ্চয়ই শয়তান ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আমাদের ধোঁকায় ফেলে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেই দিয়েছেন, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

১. শামায়েলে তিরমিযী, হাদিস নং- ৩১৩

আমরা অনেকেই মনের গহীনে শয়তানের বিভিন্ন আকৃতি অঙ্কন করে ফেলি। কেউ কেউ শয়তানের জন্য বিরাট মস্তক নির্ধারণ করি। কেউ কেউ লম্বা লম্বা শিং, কেউ কেউ লেজ, আবার কেউ কেউ ভয়ংকর প্রাণীর অবয়ব হৃদয়ে অঙ্কন করি। যে যেটাই নির্ধারণ করুক, শয়তানের কোনো নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি নেই। তবে, অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে তার কিছু আকার-আকৃতি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

শয়তানের শিং:

ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, শয়তানের দু'টো শিং আছে। এটা কি আসলেই? শয়তানের কি সত্যি সত্যি শিং রয়েছে? থাকলে শিং দু'টো কোথায়? আর দেখতে কেমন, আকার কেমন—এরকম অনেক চিন্তাই আসে মনে। সেটা যা-ই হোক, আসুন হাদিসের আলোকে জেনে নিই, শয়তানের শিং আছে কি না—

বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করে বলেছেন—তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছে করবে না। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।[২]

উপরোল্লিখিত হাদিস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, শয়তানেরও শিং রয়েছে। তবে শিং দেখতে কেমন, তার আকার কেমন, মোটা না চিকন, খাটো না লম্বা—এগুলো অস্পষ্ট; অজানা। তবে শিং রয়েছে, এটা সত্য।

বকরীর আকৃতি :

ছোটোবেলায় যখন মুরুব্বিদের কাছে শয়তান এবং জিনের গল্প শুনতাম, তখন তাঁরা বলতেন, জিন এবং শয়তান ভেড়া ও ছাগলের রূপ ধারণ করে চলাফেরা করে। তখনকার সময়ে তাদের এই কথাগুলো নিছক গল্প এবং কল্পিত কাহিনিই মনে হতো। আসলে তা কল্পিত কোনো কাহিনী নয়; শয়তান সত্যিই ছাগলের রূপ ধারণ করে। আসুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একটি হাদিস থেকে তা জেনে নিই—

---

২. সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং- ৫৭০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেছেন, আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকট রাখবে। পরস্পর কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শয়তান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।[৩]

এ-হাদিস এটাই প্রমাণ করে—শয়তান বকরীর আকৃতি ধারণ করে। আর এটা বাস্তবে অনেকের কাছে প্রমাণিতও বটে। অনেক সময় শয়তান বকরীর আকার ধারণ করে মানুষের নিকট আগমন করে। দুষ্টু জিন শয়তান, রাতের আঁধারে অনেক মানুষের সামনেই আত্মপ্রকাশ করে। যারা রাতের বেলা এখানে-সেখানে যায়, তাদের জিজ্ঞেস করুন, এরকম অস্বাভাবিক কোনো বকরী তাঁদের চোখে পড়েছে কি না!

অবশ্যই পড়েছে, অনেকের চোখেই পড়েছে। অনেকেই গভীর রাতে অস্বাভাবিক বকরী দেখেছে। এমন এমন স্থানে দেখেছে, যেখানে এত রাতে গৃহপালিত বকরী থাকার কথাও না। এতদ্বসত্ত্বেও সে বকরী দেখেছে, তা-ও অস্বাভাবিক বকরী।

যাহোক, শয়তানের একটি আকৃতি বকরী। সে অধিকাংশ সময় বকরীর আকৃতি ধারণ করে।

কালো কুকুরের আকৃতি:

কুকুরের নানান রং। রংবেরং-এ সেজে আছে কুকুরের দল। লাল, কালো, সাদা, ধূসর-সহ বাহারি রঙে রঙিন তাদের অবয়ব। সে যা-ই হোক, লাল, কালো, সাদা ও ধূসর-এর মধ্য থেকে কালো কুকুরটি দেখতে খুবই ভয়ংকর। তার পাশে ঘেঁষতেও ভয় হয়। ভয় তো লাগবেই, লাগটাই স্বাভাবিক। কারণ, শয়তান অনেক সময় কালো কুকুরের আকৃতি ধারণ করে।

---

৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৬৬৭

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ " شَيْطَانٌ " .

আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঘোর কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,‘তা শয়তান’।[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একাধিক হাদিস রয়েছে কালো কুকুর সম্পর্কে। যেখানে কালো কুকুরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, শয়তান মাঝেমাঝে কালো কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো কুকুর হত্যা করার নির্দেশও দিয়েছেন। এখন আমাদের উচিত, কালো কুকুর থেকে নিজেকে দূরে রাখা। অন্যথায়, সে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা তো করবেই। আর তাছাড়া, কখন জানি শয়তান উক্ত কুকুরের আকার ধারণ করে আমাদের সামনে চলে আসে—তার কোনো ধারণাই থাকবে না।

শয়তানের মাথা:

শয়তানের মাথা রয়েছে, তা নসের (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারাই প্রমাণিত। তবে এটা অস্পষ্ট, তার মাথা দেখতে ঠিক কীরকম!

বর্ণিত আছে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ (রাযি.)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন,‘আল্লাহ্‌র কসম! কূপটির পানি (রঙ) মেহেদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়।[৫]

যেহেতু শয়তানের মাথার সাথে খেজুর গাছের মাথার উপমা দেয়া হয়েছে, সেহেতু শয়তানের মাথা নিশ্চয়ই আছে। আর থাকবেই না কেন, শয়তান তো জিনদের মধ্য থেকেই।

মোটকথা, শয়তানের কোন নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি নেই। ক্ষেত্রবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। আর সেই রূপ ধারণ করেই আমাদের চারপাশে সে ঘুরে বেড়ায়। সে সর্বদাই আমাদের সাথে রয়েছে, তবে আকার-আকৃতির ভিন্নতা কেবল আমাদের চোখের আড়াল করে রেখেছে।

---

৪. মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ৫১০

৫. বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৫৭৬৬

শয়তান যখন ডাক্তার: ফোবিয়া

ফোবিয়া রোগের সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। ফোবিয়া এমন এক ব্যাধি, যার ব্যাপারে মানুষ সব সময় ভীতিগ্রস্ত। ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় আতঙ্কে থাকে। যে বস্তু বা স্থানের ব্যাপারে তাঁর ফোবিয়া থাকে, সেটা থেকে সে সবসময় দূরে থাকতে চায়। কারণ, ঐ বস্তুর ব্যাপারে সে সবসময় আতঙ্কে থাকে; সেটা যেমন-ই হোক না কেন।

উদাহরণস্বরূপ: একজন নারী ফোবিয়ায় আক্রান্ত। তাঁর ফোবিয়া হচ্ছে বিড়ালে। বিড়াল দেখলেই সে ভয় পায়। বিড়াল নিয়ে সে সবসময় আতঙ্কে থাকে। কোনোভাবেই তাঁর হৃদয় থেকে ভয় দূর হয় না। হবেও না, কেননা এই জিনিসের প্রতি তাঁর ফোবিয়া রয়েছে। তা দূর করতে হলে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। আর সেই ট্রিটমেন্টের জন্য একজন ভালো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে কেউ ফোবিয়ায় আক্রান্ত হলে বিভিন্ন সাইকোলজিস্ট ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তার সাহেব তাঁদেরকে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন। ট্রিটমেন্ট গুলোর মধ্য থেকে এটিও একটি—প্রথমত ঐ বস্তু থেকে তাঁর যে আতঙ্ক, তা দূর করা। যেমন: একজন নারীর কথা আলোচনা করা হয়েছে, যার বিড়ালে ফোবিয়া রয়েছে। এখন ঐ নারী থেকে উক্ত ফোবিয়া দূর করতে ডাক্তার সাহেব কখনোই তাঁর সামনে হুট করে বিড়াল নিয়ে আসবেন না। কেননা, হুট করে তাঁর সামনে বিড়াল নিয়ে আসলে সে আরও বেশি ভয় পাবে। তখন বিষয়টি আরও জটিল রূপ ধারণ করবে। এজন্যই, ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী ফোবিয়া আক্রান্ত রোগীর সামনে প্রথমত বিড়ালের ছবি নিয়ে আসা হবে। তাঁকে বুঝানো হবে, এই দেখো বিড়াল; এটা তোমাকে কিছুই করতে পারছে না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। বিড়ালের প্রতিচ্ছবি তাঁকে দেখানোর পর, পরবর্তী স্টেপে দূর থেকে বিড়ালটিকে তাঁর সামনে উন্মোচন করা হবে। তাকে দূর থেকে বিড়ালটিকে দেখিয়ে বলা হবে, দেখো এটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করতে

পারছে না। সুতরাং, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরপরের স্টেপে বিড়ালটিকে একদম তাঁর সামনে হাজির করা হবে। তাকে বোঝানো হবে, দেখো বিড়ালটি একদম তোমার সন্নিকটে নিয়ে আসা হয়েছে, অথচ সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। সুতরাং, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এভাবেই step-by-step ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সমস্ত আতঙ্ক দূর করা হয়।

ওই ট্রিটমেন্টের ফলে ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত আতঙ্ক দূর হয়ে যায়। তখন ঐ বস্তুটি তাঁর কাছে আর ভয়ের পাত্র থাকে না। এক পর্যায়ে আতঙ্কিত বস্তুটি তার বন্ধুতে পরিণত হয়। যে বস্তু থেকে সে পলায়ন করতো, সে বস্তুটি সে সাদরেই গ্রহণ করে; বুকে জড়িয়ে নেয়। আতঙ্ক দূর হওয়ার পর তাঁর প্রতি আর কোনো ধরনের অনীহা, অসন্তুষ্টি, অপছন্দনীয়, ভয়—কোনো কিছুই থাকে না। কারণ, যে বস্তুটির প্রতি তার ভয় ছিল, তা তাঁর থেকে দূর করে দেয়া হয়েছে।

ঠিক আমাদের ক্ষেত্রেও এরকমটাই হয়ে থাকে। একজন প্রকৃত মুমিন সমস্ত পাপাচার ও অশ্লীল কাজের ব্যাপারে এতটাই আতঙ্কে থাকে যে, মনে হয় ওইসব পাপাচার ও অশ্লীলতার প্রতি তাঁর ফোবিয়া রয়েছে। সে মনে মনে সব সময় এই আতঙ্কে থাকে—কখন জানি এরূপ এরূপ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাই। এজন্য, সব সময় এসব ফিতনা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কেননা, এসব কৃতকর্মে তাঁর ফোবিয়া রয়েছে। তাই, এগুলোর ব্যাপারে আতঙ্কে থাকাটা একজন মুমিনের জন্য মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

অশ্লীল পাপাচারের প্রতি যখন অনিহা তৈরি হয়, তখন ওই ব্যক্তি এগুলোকে এতটাই অপছন্দ করে যে, তাঁকে ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। আর যখনই একজন মুমিন এমন পর্যায়ে চলে যায়, তখন শয়তানের ডাক্তারি শুরু হতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিলম্ব হয় না । শয়তান তাঁর থেকে এই ফোবিয়া দূর করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। সবসময় শয়তান তাঁর পেছনে লেগে থাকে। সবসময় এই চিন্তায় বিভোর থাকে—কীভাবে তাঁর থেকে এই ফোবিয়া দূর করা যায়।

একজন দ্বীনহীন, দূর্বল ঈমানদারের কাছে কোনো পাপ, পাপ মনে হয় না। কিন্তু, একজন প্রকৃত দ্বীনদার, আল্লাহ-ভীরু ঈমানদার ব্যক্তির কাছে

সামান্য অশ্লীলতাই অনেক কিছু। ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়ে কোনো বেগানা নারীর ফটো চোখে পড়লেই, একজন ঈমানদার আঁতকে উঠে। মনে মনে ভাবে—হায় হায়, এ- আমি কী দেখলাম! তাঁর মনে ভীতি সঞ্চার হয় । এদিকে দূর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির কাছে পর্ণ ভিডিও-ও কিছুই মনে হয় না। তার কারণ, অশ্লীলতা ও পাপাচারে তাঁর ফোবিয়া নেই। অপরদিকে সেই মুত্তাকি ব্যাক্তির সমস্ত অশ্লীলতায় ফোবিয়া রয়েছে। তাই বলা যায়, যতক্ষণ না কারও অশ্লীলতার প্রতি ফোবিয়া জন্ম নিবে, ততক্ষণ তাঁর মধ্যে তাকওয়া স্থান পাবে না।

তো, একজন প্রকৃত ঈমানদার যখন সামান্য কিছু দেখেই আঁতকে উঠে, তার মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়—তখন সেখানে শয়তান এসে ভিড় জমায়। অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রতি ফোবিয়া দূর করতে শয়তান সেখানে ডাক্তারি শুরু করে। তখন শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে আগায়।

প্রথমত: ঐ অশ্লীল বস্তু তাঁর সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন একজন মুমিন খুব সহজেই স্লিপ কেটে উক্ত ফিতনায় পড়ে যায়। অতঃপর, এবার যখন স্লিপ কেটে অনিচ্ছাকৃতভাবে শয়তানের ধোঁকায় উক্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তার দ্বিতীয় চাল চালে। ফেসবুক স্ক্রোলিং করতে গিয়ে একজন বেগানা নারীকে দেখিয়ে, তাঁর থেকে কিয়দংশ ভয় দূর করে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে, অশ্লীল খারাপ পিকচার দেখিয়ে তাঁর থেকে অর্ধাংশ ভয় দূর করে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে পাপাচারে লিপ্ত করে তাঁর থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দেয়। তখন, ওই ব্যক্তির কাছে কোনো পাপ আর পাপ মনে হয় না। অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রতি যে ভয় ছিল, তা আর কাজ করে না। সে আর আতঙ্কে থাকে না। খারাপ কাজের প্রতি তাঁর যে ফোবিয়া ছিল, তা আর দেখা যায় না। ফলে, ধীরে ধীরে সে শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। শয়তানের ডাক্তারি সেখানে ফলপ্রসূ হয়। শয়তান জানে, হঠাৎ করে তাঁকে পর্ণ দেখানো যাবে না; তাঁর থেকে অশ্লীলতার ভয় দূর করা যাবে না। এজন্য শয়তান তার কৌশল অবলম্বন করে ঠিক ডাক্তারের মতো step-by-step তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

এখন দেখেন, আপনার সাথে শয়তানের সূক্ষ্ম কৌশল মিলে যাচ্ছে কি-না। আপনি পর্ণগ্রাফি ভয় পান। কেননা এটা অশ্লীলতার কারখানা। এতে আপনার ফোবিয়া রয়েছে। এদিকে শয়তান তার সুকৌশলে আপনাকে দিয়ে পর্ণগ্রাফি দেখিয়ে নিচ্ছে। কীভাবে? আপনি ফেসবুক স্ক্রল করছেন, এমন সময় একটি রোমান্টিক ভিডিও আপনার চোখে পড়লো, আপনিও দেখবো না, দেখবো না করেও, অবশেষে দেখে নিলেন। দেখে নেয়ার মধ্যেই ক্ষান্ত থাকেননি। ওই রোমান্টিক ভিডিওর মধ্যে যে বেশ কিছু মিসিং রয়েছে, তা আপনাকে টানছে। ওই ভিডিওতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। ফলে ফেসবুক রেখে ইউটিউব ওপেন করলেন, সেখান থেকে কিছু গভীর রোমান্স দেখে নিলেন। তা-ও আপনার মন ভরছে না। বারবার মনে হচ্ছে, এখানেও অনেক মিসিং। শেষমেষ, এটাতেও সন্তুষ্ট না থেকে পর্ণ সাইট ব্রাউজ করলেন। ঢুকে গেলেন নীল জগতে। হারিয়ে গেলেন শয়তানের ধোঁকার রাজ্যে।

কত সুক্ষ্ম কৌশল। শয়তান জানতো, হুট করে আপনাকে দিয়ে পর্নোগ্রাফি দেখাতে পারবে না। কেননা, নাম শুনতেই ভয় হয়-"পর্ণ"! এদিকে আপনাকে দিয়ে সে দেখিয়েই ছাড়লো! প্রথমে নরমাল ভিডিও দেখিয়ে কিছু ভয় দূর করে আকর্ষণ জাগাল, তারপর ডিপলী কিছু দেখিয়ে আরও কিছু ভয় দূর করলো, তারপর একদম টেনে নিয়ে গেল নীল জগতে।